নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, লেভেল: ২, ব্লক: জি, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৮৮-০২-২২২২-৩০০৭০ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৭৩৮৬
ই-মেইল: ffwcbwdb@gmail.com ; ffwc05@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ffwc.gov.bd

Office of The Executive Engineer
Flood Forecasting and Warning Centre
Bangladesh Water Development Board
Pani Bhaban (Level: 2, Block: G), 72 Green Road, Dhaka 1205
Phone : 88-02-2222-30070; Fax: 88-02-9557386
E-mail: ffwcbwdb@gmail.com ; ffwc05@yahoo.com
Website: www.ffwc.gov.bd

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় "মোখা" সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

১৩.০৫.২০২৩

বাংলাদেশ ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' উত্তরউত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল (১৩ মে ২০২৩) ০৬ টায় কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি আরো উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে ১৪ মে ২০২৩ সকাল ০৬ টা থেকে সন্ধ্যা ০৬ টার মধ্যে কক্সবাজার-উত্তর মায়ানমার উপকূল অতিক্রম করতে পারে। আজ রাত (১৩ মে ২০২৩) থেকে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় এলাকায় অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রভাগের প্রভাব শুরু হতে পারে। উপকূল অতিক্রমের সময় এর কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৫০ কি.মি. এর অধিক থাকতে পারে। এই সময় অমাবস্যা বা পূর্ণিমার কোন প্রভাব থাকবে না।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ০৮-১২ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ু তাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রবর্তী অংশ ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্যের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ০৫-০৭ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ু তাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মিমি) থেকে অতি ভারী (২৮৯ মিমি) বর্ষণ হতে পারে এবং অতি ভারী বর্ষণের প্রভাবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভূমি ধ্বস হতে পারে।

এমতবস্থায়, উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ও পোল্ডারের উপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

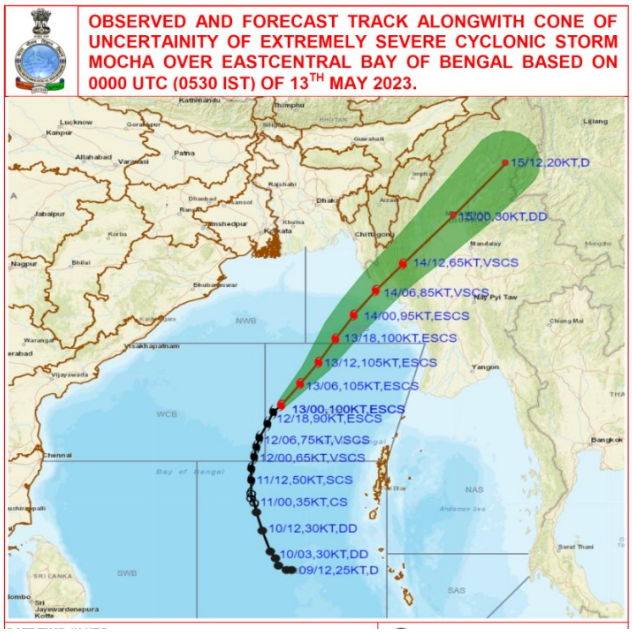

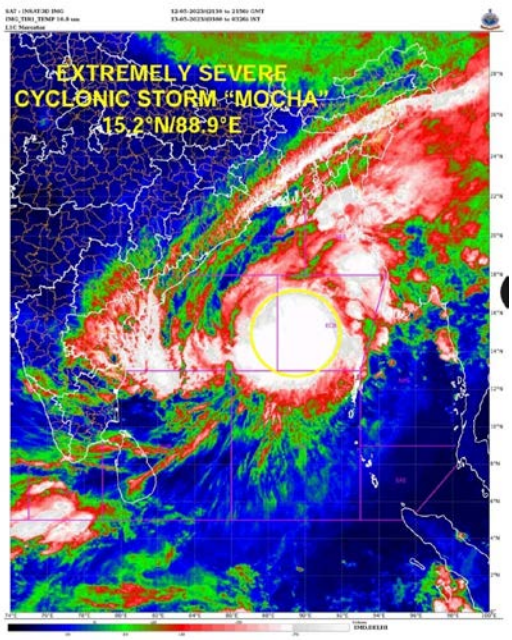

চিত্রঃ ভারত আবহাওয়া দপ্তর হতে প্রাপ্ত, ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য গতিপথ ও উপগ্রহ চিত্র ।

(মোঃ আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ১
বাপাউবো, ঢাকা